সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি।" স্মৃত্যর্থসারে এবং পদ্মপুরাণেও বৈশাখমাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে—তন্ত্রোক্তমার্গে স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতির পতিকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। শূদ্রগণেরও নামমন্ত্রে দেবতার অর্চ্চন হইয়া থাকে। বেদানুসারী তন্ত্রমার্গে কিন্তু সকলেই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবে। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে—বৈদিকবিধিতে দেবতান্তরের অর্চ্চনে স্ত্রী ও শূদ্রগণ স্বাহা-স্বধাদি উচ্চারণ না করিয়া কেবল নামমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। এটি কিন্তু বৈদিক ক্রিয়ার সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। বেদানুসারী তন্ত্রোক্তবিধিতে নিজ ইষ্ট শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই স্বাহা-স্বধাদি স্মরণ-পূর্ব্বক অর্চ্চন করিবার সমান অধিকার আছে। যে সকল স্ত্রী পতিপ্রিয়-হিতেরতা, সেই সকল স্ত্রীর সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা; কিন্তু ব্যভিচারিণী স্ত্রীর শ্রীবিষ্ণু পূজায় অধিকার নাই। তিনি কেবল অকিঞ্চনভাবে শ্রীহরিনামেরই আশ্রয় লইবেন—এইটিই সনাতনী শ্রুতি। বিষ্ণুধর্ম্মে উল্লেখ আছে—"অভীষ্ট দেবতায়, মন্ত্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুতে যাহার অষ্টবিধা ভক্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি প্রসন্ন।" সেই অষ্টবিধা ভক্তি কি, তাহারই পরিচয় দিতেছেন—(১) ভগবৎভক্তজনে বাৎসল্য, (২) ভগবৎপূজা অনুমোদন, (৩) শুদ্ধচিত্তে নিত্য ভগবানের অর্চ্চন, (৪) ভগবৎভক্তি অনুষ্ঠান করিয়া অহঙ্কারশূন্যতা, (৫) ভগবৎকথাশ্রবণে আসক্তি, (৬) ভগবৎ সেবাকার্য্যের জন্য কায়িকচেষ্টা, (৭) নিত্য তাঁহার স্মরণ এবং (৮) নিত্য তাঁহার শ্রীনামকেই জীবিকা করা অর্থাৎ ভক্ষ্য ভিন্ন যেমন মানুষ বাঁচে না, তেমনই শ্রীনাম ভিন্ন দেহধারণে অসমর্থতা। এই অষ্টবিধা ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছেও থাকে, তবে সেই মানুষই মুনি, সত্যবাদী ও কীর্ত্তিমান। তত্ত্বসাগরে আরও কিছু উল্লেখ আছে—কাংস যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঞ্চনতাপ্রাপ্ত হয়, সেইপ্রকার মানবমাত্রে দীক্ষাবিধানের দ্বারা দ্বিজত্বলাভ করে। অনন্তর করভাজন যোগীন্দ্রের উপদেশে সত্যাদি যুগগত উপাসনার পার্থক্য এবং উপাসনাতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের ভেদ—এইপ্রকার উক্ত আছে। সেটি প্রায়িক অর্থাৎ প্রায়শঃ এইপ্রকার হইয়া থাকে। তাহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে- সত্যাদি যুগে কেবল সেই সেই যুগাবতারকেই উপাসনা করিতে হইবে—এইপ্রকার নিয়ম। যেহেতু সেই সেই যুগে পৃথক পৃথক উপাসনা ও পৃথক পৃথক উপাস্যদেবের কথা শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। যদি সেই সেই যুগে সেই সেই যুগাবতারকে এবং সেই সেই যুগের উপাসনা করাই অবশ্যকর্ত্তব্য হয়, তবে অন্য শ্রীভগবৎস্বরূপের এবং অন্য উপাসনার সময়ই থাকে না। যেহেতু সত্যের যুগাবতার—শুক্লভগবান;